International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL
eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা (সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle (Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI07; pp. 99-107

ইয়ারুইঙ্গম: নাগাজাতির অমর কথা

প্রফেসর সোনালি মুখার্জি
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email: mukherjeesonali455@gmail.com

প্রত্যেক আলোচনার একটি গৌরচন্দ্রিকা থাকে। আমার বর্তমান প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। বিগত ২৯ -শে ডিসেম্বর, ২০২০, International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics, (IBJCAL) -র একটি আন্তর্জালিক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে এই প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলাম , যার শিরোনাম- 'ইয়ারুইঙ্গম: নাগাজাতির অমর কথা'। সম্প্রতি পত্রিকার তরুণ সম্পাদকেরা শ্রী পতিতপাবন পাল , শ্রী রাতুল ঘোষ, ও শ্রী হরিচাঁদ দাস আলোচনাচক্রের প্রবন্ধগুলি নিয়ে একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। সেই প্রয়োজনেই প্রবন্ধটি মুদ্রণোপযোগী করে তুললাম। তরুণ সম্পাদকদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের উৎসাহে মুদ্রিত হতে চলেছে 'ইয়ারুইঙ্গম: নাগাজাতির অমর কথা'।

আমার প্রবন্ধের মূল অবলম্বন বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য রচিত 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাস। টাংখুল নাগা জাতিকে নিয়ে এই অসমীয়া উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৬৮-১৯৭১খ্রি.) রচিত 'অরণ্যবহ্নি', প্রফুল্ল রায়(১৯৩৪) রচিত 'পূর্বপার্বতী', মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬-২০১৬ খ্রি.) রচিত 'অরণ্যের অধিকার', বা 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর', নামক উপন্যাসগুলির মতোই 'ইয়ারুইঙ্গম' আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুখ-দুখ-আশা-হতাশার অমর আলেখ্য। 'ইয়ারুইঙ্গম' প্রত্যক্ষভাবে টাংখুল নাগাজাতির অমর কথা হলেও এর অন্তরালে রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্লোক ও বহির্লোকের মর্মকথা।

'রামধেনু' নামক বিখ্যাত অসমীয়া পত্রিকার সম্পাদক তথা বিখ্যাত সাহিত্যিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য(১৯২৪-৯৭ খ্রি.) 'রাজপথে রিঙ্গিয়াই'(Rajpathe Ringiay-1957), 'মৃত্যুঞ্জয়'(Mrityunjay-1979), 'আই'(Aai-1958) ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসটি লেখেন ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি ১৯৬১ -তে 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৮৮ -তে উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ 'সাহিত্য অকাদেমি' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । অনুবাদকের নাম সুকুমার বিশ্বাস।

'ইয়ারুইঙ্গম' একটি নাগা শব্দ। এর নিকটতম বাংলা অর্থ 'প্রজাসাধারণের শাসন'। উপন্যাসটির পটভূমি মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের মধ্যবর্তী গঞাই গ্রাম। ঘটনাবলির সময়কাল ১৯৪৪-৪৮ খ্রি.। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিশাঙ ও ভিডেশেলী । বিশাঙ নাগা জীবনধারাকে ভারতের মূল জীবনস্রোতে মিশিয়ে দেবার পক্ষপাতী। ভিডেশেলী স্বাধীন নাগাভূমি নির্মাণে উদ্যোগী। দুই

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL
eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI07; pp. 99-107

বিরুদ্ধ মত ও পথের মাঝে আবর্তিত হয়েছে নাগা গ্রামবাসীরা। শান্তির দূত বিশাঙ মনে করে দ্রুত তার নাগা ভূমি সর্বপ্রকার সংকটমুক্ত হবে, দ্বন্দ্ব অতিক্রম করবে আর সেখানেই স্থাপিত হবে ইয়ারুইঙ্গম বা প্রজাসাধারণের শাসন । মূলত কেন্দ্রীয় এই বিষয়বস্তুকে উপন্যাসে কাহিনির আকারে নিবেদন করেছেন বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

উপন্যাসের মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন- "টাংখুল নাগাদের সঙ্গে বসবাস করার সময় তাদের বিচিত্র জীবনের অন্দরমহলে প্রবেশের অবকাশ ঘটেছিল। তাদের অন্তর্জগতের গভীরে যতখানি দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখা সম্ভব ততদূর দেখার প্রয়াস পেয়েছি"।১

নাগাজাতি বর্ণবৈচিত্র্য ও শ্রেণিবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ভারতের উত্তর পূর্বে পর্বত-নদী-জঙ্গল সম্মিলিত অঞ্চলে উজ্জল পোশাক, আভরণ সজ্জিত নাগাজাতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত -টাংখুল, আঙ্গামী, চাখেসাং, পৌমাই ইত্যাদি। টাংখুল জাতি কয়েক হাজার বছর আগে ভারতে প্রবেশ করে মণিপুর ও নাগাল্যান্ড মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। বর্তমানে ৩৮০ টি গ্রামে এরা বসবাস করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে টাংখুল নাগাজাতির সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের সংযোগ ঘটে যায়। ফলত এদের অনেকেই খ্রিস্টান হয়ে নব্যধারায় অভ্যস্ত হয়। অপর দল প্রাচীন ধর্ম ও প্রাচীন রীতি নীতিতে বিশ্বাসী থাকে। পুরাতন সংস্কার, আবরণ, আভরণকে প্রাচীনপন্থীরা সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টা করত। নূতন ও পুরাতন দুই ধারায় বাহিত নাগাজীবনে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে চালিত হত। তবে এদের জীবনের মূল সংকট ছিল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা। আর তার সঙ্গে ছিল শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থের অভাব। পথের অভাব, যানবাহনের অভাব। প্রগতির স্পর্শ বঞ্চিত নাগাদের বিবিধ রাজনৈতিক সংগঠন, রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছে। আবার তারা বিস্মৃত হয়েছে। লেখক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য যখন উপন্যাস লিখেছেন, তখন ভারত স্বাধীন হয়েছে প্রায় দেড় দশক আগে। আর উপন্যাসের পটভূমিকাল ১৯৪৬-৪৮ খ্রি.। এই সময়কালে নাগাদের জীবন আরও বিপন্ন। আরও সংশয়াচ্ছন্ন। সেই অসচ্ছল জীবনের মাঝে ক্ষীণ আলোর মতো লেখক স্থাপন করেছেন বিশাঙ ও তার অনাগত সন্তানকে। বিশাঙ, স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানের নাম দিয়েছিল, 'ইয়ারুইঙ্গম' বা 'প্রজাসাধারণের শাসন'। উপন্যাসের নামও এই নামে চিহ্নিত। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের ভাষায়- "গ্রন্থের নামকরণের পূর্বে দ্বিধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ...নবজাত শিশুর নামকরণ করার মতো নতুন গ্রন্থের নামকরণও দুরূহ। ইয়ারুইঙ্গম একটা টাংখুল শব্দ। কোন নাগা-গৃহের সম্মুখে কখনো কখনো ডাল-পাতা মেলানো গাছ দেখতে পাওয়া যায়, সেই গাছ গৃহস্থের বিশেষ অবস্থার দ্যোতক আমার উপন্যাসের প্রবেশ পথের সম্মুখে এই শব্দটি রোপণ করলুম উপন্যাসের বিশেষ পরিবেশ সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত -এর থেকে পাওয়া যাবে"।[২]

উপন্যাসের সূত্রপাতে রয়েছে এক নাগা তরুণী, নাম শারেংলা। টাংখুল নাগাজাতির মেয়ে শারেংলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত নাগা সমাজের প্রতিনিধি। ইতিহাসের তথ্য থেকে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময় জাপানের সৈন্যবাহিনী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনী উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করেছিল। এরপর অবশ্য ব্রিটিশ বাহিনী স্থানীয় নাগাদের সাহায্যে বিবিধ প্রান্তিক অঞ্চলে প্রবেশ করে জাপান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল। কোহিমা যুদ্ধ (১৯৪৪ খ্রি.) এবং অন্যান্য কয়েকটি যুদ্ধে জাপানিদের পরাজয় ঘটেছিল । জাপানি সৈনিকরা এই পরাজয়ের পরিণামে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শারেংলার ইতিহাসও এদের সঙ্গে জড়িয়ে। জাপানি সৈনিক, ইশেবরা তাকে অপহরণ করে গর্ভবতী করে দিয়েছিল । পলায়মান

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

Indian Adibasi
IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI07; pp. 99-107

জাপানি সৈনিকদের সঙ্গে ইশেবরা চলে যায়। কিছুক্ষণ পর মারাও যায়। তার কুকুর আবেই ও গর্ভের সন্তানকে নিয়ে শারেংলা বিশাঙ -এর সঙ্গে নিজের গ্রামে ফিরে এসেছিল। তার গঞাই গ্রাম ও তখন তার মতো বিধ্বস্ত। মিত্রবাহিনীর গুলি ও বোমার আঘাতে গ্রাম বিপর্যস্ত। অস্থায়ী ঘর তৈরি করে গ্রামবাসীরা কোনওক্রমে জীবন ধারণ করছিল। শারেংলা গ্রামে ফিরে অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের জন্য নির্মিত 'গাভরুচাঙ' -এ শয্যা গ্রহণ করে আর নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবে - "... একই বিছানায় গ্রামের জন কুড়ি অবিবাহিত মেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন একজনও তখন জেগে নেই । নিষ্কলঙ্ক, অধর্ষিতা ও নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে থাকা এই মেয়েগুলোর মধ্যে সে-ই একমাত্র ব্যতিক্রম। এক অজ্ঞাত কুলশীল পুরুষের সংসর্গে সে অবিবাহিত জীবনের পবিত্রতা হারিয়েছে, সেই পবিত্রতা তার জীবনে ফিরে আসবেনা। তার নাক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল"।[৩]

শারেংলার সঙ্গে বিশাঙ -এর যে পারস্পরিক অনুরাগ ছিল এই ঘটনার কারণে তাও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল । পবিত্র নাগাভূমি আর শারেংলা দুজনেই বিশ্বযুদ্ধের জন্য শ্রীহীন হয়ে গিয়েছিল। তবু শারেংলাকে ঔপন্যাসিক হারিয়ে যেতে দেন নি। মোড়ল ঙাটিঙখুই -এর কুনজর এড়িয়ে বিশাঙ ও এক ডাক্তারণীর সহায়তায় স্বাস্থ্য সহায়িকার কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিল শারেংলা। গর্ভের সন্তান মৃত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাই সেই সম্বন্ধে আর অতিরিক্ত দায়িত্ব তাকে নিতে হয় নি । তবে ভিডেশেলীর সহযোগী ফানিটফাঙ -এর সঙ্গে তার একটা ক্ষীণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে নানা কারণে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর সমতল ভূমির লোক জীবন মাস্টারের শিশুপুত্র কনসেঙ ও কুকুর আবেই শারেংলার জীবনে শেষ পর্যন্ত ধ্রুবতারার মত জাজ্জ্বল্যমান থাকে।

* * *

বিশাঙ, গঞাই গ্রামের এক বিশিষ্ট মানুষ ছিল। টাংখুল নাগা সমাজের সে তরুণ প্রজন্ম। বিশাঙ ও তার দুই বন্ধু মিলে নাগাসমাজের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিল, লেখাপড়া শুরু করেছিল। দুই বন্ধুর একজন ছিল খাটিং, গ্রামের প্রাচীনপন্থী সমাজের প্রধান নাজেকের ছেলে। বাবা ও ছেলে যথাক্রমে পুরাতন ও নূতন ভাবনায় দীক্ষিত ছিল। বাবার বিরুদ্ধাচরণ করে খাসি জাতের মেয়েকে খ্রিস্টান রীতিতে বিয়ে করে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল খাটিং। দারিদ্র , খুটিংলার প্রেমে প্রত্যাখ্যান, মাতৃ বিয়োগ এইসব ঘটনার জেরে জর্জরিত হয়ে দ্বিতীয় বন্ধু ফানিটফাঙ শেষে ভিডেশেলী র সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করেছিল। আবার সেই দল ছেড়ে আত্মসমর্পণ করায় মিলিটারিদের সামনে ভিডেশেলী র অনুচররা তাকে গুলি করে মেরে দিয়েছিল।

একদা এই দুই বন্ধুকে নিয়ে বিশাঙ ব্রিটিশদের মিত্রবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিজেদের গ্রামে নিয়ে এসেছিল যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। তাদের ব্রিটিশ বাহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল- "...এই যুদ্ধে সাহায্য করার বিনিময়ে নাগাভূমিতে স্কুল, হাসপাতাল ও রাস্তার ব্যবস্থা করবে। এই আশা নিয়েই ওরা ইংরেজ বাহিনীর পথপ্রদর্শক হয়ে দুর্লঙ্ঘ্য নাগা পর্বতের টিলা আর গভীর জঙ্গল অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে"।[৪]

কিন্তু ভারত তখন স্বাধীনতার পূর্ব লগ্নে উপনীত । ব্রিটিশদের শাসনদণ্ড শিথিল হয়ে যাওয়ার পথে। প্রতিশ্রুতি পালন হওয়ার পূর্বে নাগাজীবনে আন্দোলিত হল বিবিধ তরঙ্গ। খাটিং বাবার বিরুদ্ধতা করে নাগাজাতির প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কার অস্বীকার

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

করে মিলিটারিতে চলে গিয়েছিল। এই সংবাদে ও নিজের কুসংস্কারের বশে টাংখুল নাগাসমাজের গোষ্ঠীপতি নাজেক বসন্তরোগে মৃতপ্রায় হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে নাজেক অনেককেই বিস্মিত করে ভিডেশেলী কে টাংখুল নাগাদের নেতা নির্বাচন করে যায়, তাঁর যুক্তি ছিল- "আমাদের মধ্যে আসল নাগা যদি কেউ থাকে তাহলে সে ভিডেশেলী”।[৫]

এর ফলে ভিডেশেলী বিশাঙদের গ্রামে কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ পেয়ে যায়। প্রবল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটি চোখ হারানো ভিডেশেলী ব্রিটিশ বিরোধী ছিল। নাগাজাতির জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড নির্মাণে যে সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিল। আর গেরিলা যুদ্ধে প্রচুর সৈনিকের প্রয়োজন হয়। ভিডেশেলী গ্রামে গ্রামে লোক সংগ্রহের চেষ্টা করত। এখান থেকে সে ফানিটফাঙকে সংগ্রহ করে নিয়ে গেল। দরিদ্র, ব্যর্থ প্রেমিক, মাতৃহারা ফানিটফাঙ, ভিডেশেলী কে নেতা নির্বাচন করল। খুটিংলা আর বিশাঙ -এর ভালোবাসা তার মনকে অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ করেছিল, তাই হতাশায় অভিমানে বিশাঙ -এর সঙ্গ ত্যাগ করল। বিশাঙ তখন অন্য স্বপ্নে বিভোর। তারা খ্রিস্টান। মিশনারি ডা. ব্রুকের সহায়তায় বিশাঙ কলকাতায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য চলে গেল। এই নিষ্ক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল নাগাপর্বতের জন্য শিক্ষা-সুযোগ-উন্নয়নের বার্তা নিয়ে ফিরে আসা। যাবার আগে বলে গিয়েছিল- "গাঁয়ের মঙ্গল কিভাবে হয় আমি সেই চিন্তায় মরছি”।[৬]

বিশাঙ তিন বছরের জন্য কলকাতায় গেল। কিন্তু তার আগে তার আর খুটিংলার বিয়ে নিয়ে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল। খ্রিস্টান পরিবারে খুটিংলার বিয়ে দেওয়া নিয়ে তার বাবা ঙাটিঙখুই, সমাজপতি নাজেকের মতে মত মিলিয়ে দিল। অর্থাৎ বিশাঙ, খ্রিস্টান তাই এই বিয়ে হবে না, আশ্চর্য ঘটনা এই নাজেকই খ্রিস্টান ভিডেশেলী কে সমাজপতি করে দিল, অথচ খুটিংলার বিয়েতে সম্মতি দিল না। বিশাঙ এইসব অন্তর্দন্দ্ব দূরে রেখে কলকাতার কলেজে পড়তে গেল এই শপথ নিয়ে- "ফিরে এখানে একটা হাইস্কুলের ব্যবস্থা করব”।[৭]

কলকাতায় গিয়ে বিশাঙ এক অন্য জগতে প্রবেশ করল। বি.এ.তে ভর্তি হল। ওয়াই. এম. সি. এ -র আবাসিক স্কুলে থাকল। প্রথমে সে মহানগরীর বিশাল ঔদার্যে মুগ্ধ হল, তারপরই দেখল মহানগরীর বিষাক্ত কলুষিত চেহারা। রসিদ আলী দিবস(১৯৪৬) উপলক্ষে কলকাতায় গুলি চললে বিশাঙ -এর বন্ধু অবিনাশের মৃত্যু হল। তারপর ১৯৪৬-৪৭ -এর দাঙ্গায় নিহত হল অপর বন্ধু অমূল্য। কলকাতা সম্পর্কে মোহভঙ্গ হলো বিশাঙ -এর- "আজ সে লেকের ধারে বসে কাঁদছে চোখের জল ফেলে নয়- অন্তরে অন্তরে। এই বিশাল শহরে যেন মানুষ আজ ক্লান্ত, জড় ও জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে, তারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে মরতে চায়। হাতের গ্রেনেড নিভে গিয়েছে, এখন হাতে জ্বল জ্বল করছে ছুরি। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আজ স্তিমিত, মহানগরী আত্মহত্যায় সক্রিয়”।[৮]

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক-লগ্নে পর্বত থেকে সমতল দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাস করেছিল। বিশাঙ কোথাও শান্তির সন্ধান পাইনি। তবে সেই রাতে যখন সে গভীরভাবে হতাশায় নিমজ্জিত তখন লেকের ধারে এক দুর্বৃত্তর হাত থেকে সে উদ্ধার করে তরুণী শ্যামলী ও তার প্রেমিককে। ত্রাণকর্তা বিশাঙকে খুব সহজে আপন করে নিল শ্যামলী ও তার পরিবার। অতঃপর এল

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা (সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle (Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI07; pp. 99-107

স্বাধীনতার দিন। ১৯৪৭ -এর পনেরো -ই আগস্ট রাত থেকে কলকাতার বুকে শ্যামলীদের সঙ্গে হেঁটে বেড়াল বিশাঙ । ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তার যোগ আবারও নিবিড় হয়ে উঠল। শ্যামলীর স্নিগ্ধতায় বিশাঙ সঞ্জীবিত হল। কিন্তু তখনই তার আবাসস্থলে খাটিং -এর টেলিগ্রাম এল যার মর্মার্থ তাড়াতাড়ি এসো।

বিশাঙ আবার নাগাভূমিতে প্রত্যাবর্তন করল সশঙ্কচিত্তে। ফিরেই দুঃসংবাদ জানল। বিপদের কথা সে ফেরার পথে খাটিং -এর কাছে ইম্ফলে শুনে এসেছিল। একটা জমিতে গির্জা করা নিয়ে নাগাদের গ্রামে খ্রিস্টান-অখ্রিস্টানদের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব ছিল। বিশাঙ খুটিংলার বিয়ে নিয়ে তার মধ্যে সংঘাতের বাতাবরণ ঘণীভূত হয়েছিল। বিশাঙ -এর মধ্যে কলকাতায় চলে গিয়েছিল, খুটিংলাও গৌহাটি চলে গিয়েছিল। কিন্তু গ্রাম্য বিবাদ ও দুই পক্ষের অভিভাবকদের সংঘাত নিজের নিয়মে নাগা পর্বতে পালিত হয়েছিল। বিতর্কিত জমির উপর নির্মিত গির্জা ভাঙ্গারও প্রচেষ্টা হয় একদিন। বিশাঙ -এর বাবা তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে লাঠির আঘাতে আহত হয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছেন । তাই টেলিগ্রাম করা হয়েছিল বিশাঙকে। বাবা ইয়েংমাশকে লাঠির আঘাতটি ঙাটিঙখুই করেছিল এমন সন্দেহই ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছিল সবার মনে। বিশাঙ আসার পর দশদিনের মাথায় ইয়েংমাশ মারা গেল। খ্রিস্টান মতে তার পরলৌকিক ক্রিয়া কর্ম হল।

বাবার আহত হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিশাঙ বিষণ্ণ ও বিচলিত থাকলেও গর্হিত কোনও কাজ করল না। ঙাটিঙখুই -এর উপর সে কোনো রকম প্রতিশোধ গ্রহণ করল না। আর ডা. ব্রুকের প্ররোচনা সত্ত্বেও গির্জা মেরামতে তার কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। তার উত্তর ছিল- "যে গির্জা গাঁয়ের মাটিতে বিভেদের বীজ বপন করে, সেখানে যিশুখ্রিস্টের অধিষ্ঠান হতে পারে না। '... ডা. ব্রুকের সঙ্গে বিশাঙের সম্ভবত এই শেষ সাক্ষাৎকার। বিশাঙের উত্তরে ডা. ব্রুক এমন আঘাত পেলেন যে সেই দিন থেকে তিনি বিশাঙ -এর মুখ দেখা বন্ধ করলেন। কয়েকদিন পরে ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক আমেরিকা রওনা হলেন"।[৯]

ডা. ব্রুক বুঝলেন যে বাইবেলের অবলম্বনে তাঁরা নাগাজাতিকে বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, স্বাধীন পর্বতের তরুণ নাগা সম্প্রদায় সেই পুরাতন কৌশলে বশীভূত হবে না।

বস্তুত বিশাঙ তখন নতুন আদর্শের সন্ধানে উজ্জীবিত হয়েছে, পথপ্রদর্শক জীবন মাস্টার। গৌহাটির মানুষ জীবন নাগা পাহাড়ে মানুষদের জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছিল। ভিডেশেলী র বোনকে বিয়ে করেছিল জীবন। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগ হয়। একটি শিশুপুত্র কনসেঙ নিয়ে বিশাঙদের কাছে থাকছিল জীবন। শিক্ষিত আদর্শবান জীবন , বিশাঙকে মহাত্মা গান্ধির কথা শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিশাঙ আর জীবন নাগাপর্বতের গ্রামগুলিতে শান্তির বার্তা নিয়ে যাতায়াত আরম্ভ করে। ব্যক্তিগত জীবনে বিশাঙ শারেংলাকে হতাশ করে খুটিংলাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এর মধ্যে ঙাটিঙখুই অর্থাৎ খুটিংলার বাবা একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যায়। বিশাঙ তাকে শেষ সময়ে সাহায্য করেও রক্ষা করতে পারেনি , আর এরপর সমস্ত বিরোধ দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করেই সে খুটিংলাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। গৌহাটির প্রবাস জীবন থেকে খুটিংলা তখন ফিরে এসেছিল গ্রামে। কিন্তু বিয়ের আগে পরে বিশাঙ জড়িয়ে গিয়ে ছিল বৃহত্তর নাগা জীবনে।

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা (সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle (Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI07; pp. 99-107

ভিডেশেলী , ফানিটফাঙ, এন. ভি -র দল গ্রাম থেকে তরুণদের প্ররোচিত করে নিজের বিপ্লবী বাহিনীতে যোগদান করাচ্ছিল। সাধারণ গ্রামের মানুষ তখন বিশাঙ -এর শরণাপন্ন হয়। বিশাঙ ও জীবন নাগা গ্রামগুলিতে ঘুরে বিপ্লব বিরোধী শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু ভিডেশেলী র কাছে এই ঘটনা বিপজ্জনক হয়ে উঠল। হুইনিঙ যাবার পথে ভিডেশেলী র দল বিশাঙ ও জীবনকে অপহরণ করে বন্দি করল। ভিডেশেলী ও বিশাঙ -এর মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব সম্মুখ বিতর্কে পরিণত হয় একদিন । ভিডেশেলী বলে- “ মানুষকে দেবার আমার কিছুই নেই। স্বাধীনতা ব্যতীত আর কোন বস্তুই নেই।... আমার এমন একটা স্বাধীন রাজ্যের পরিকল্পনা যেখানে বাস করে মানুষ অনুভব করতে পারে, নাগা হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়” ।[১০] বিশাঙ -এর উত্তরে জবাব দিয়েছিল- " আমি নাগা হয়ে থাকতে চাই না, ভিডেশেলী । আমি মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখি’। ... জাতি জাতি করে তোমরা একদিন মরবে।' বিরাগ করে বিশাঙ বলল” ।[১১]

নাগাজাতির উন্নতির জন্য ভিডেশেলী যে সমস্ত পথ ধরে ছিল , বিশাঙ কোনও ভাবেই তা সমর্থন করেনি। এই পর্যায়ে ভিডেশেলী বিশাঙ -এর বড়ো কোনও ক্ষতি করতে পারল না। শারেংলা ও খুটিংলা বিপদের সময় ফানিটফাঙকেই আশ্রয় করল, যাতে বিশাঙরা মুক্তি পায় । খাটিং ও সৈন্যবাহিনীতে ছিল। সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভিডেশেলী র গোপন আস্তানায় হানা দিলে বিশাঙরা মুক্তি পায়, ভিডেশেলী পালিয়ে যায়। ফানিটফাঙ বন্দি হয় সৈন্যবাহিনীর হাতে। ভিডেশেলী তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে বুঝে নেয়। এরপর বিশাঙ খুটিংলাকে বিয়ে করে ও কিছুদিন প্রেমের জগতে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু বাইরের জগতের ডাক আসতে থাকে। সে বুঝল শান্তিময় গৃহ সুখের জীবন তার নয়। জীবনের সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে থাকল বিশাঙ শান্তির বার্তা, সরকারের বার্তা নিয়ে। পথে মহাত্মা গান্ধির মৃত্যু সংবাদ শুনল। কিন্ত ক্রমে ভিডেশেলী র অঞ্চলে ঢুকে পড়েছিল বিশাঙরা। অতঃপর এক জায়গায় ভিডেশেলীর অনুচররা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। জীবন সেখানেই মারা যায়। বিশাঙ আহত হয় , জোনাথন কোনোভাবে বেঁচে যায়।

সৎ, শান্তিপ্রিয়, আদর্শবান জীবনের মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ছিল । গুলিতে আহত বিশাঙ যখন জ্ঞান ফিরে পেল নিজের অঞ্চলে তখন অদম্য প্রতিহিংসায় আলোড়িত হল। বুঝল ভিডেশেলী র সশস্ত্র বিপ্লব তথা নরহত্যা পর্বতে শান্তি স্থাপনের প্রধান অন্তরায়। প্রশাসন-সৈন্যবাহিনী ভিডেশেলী দের দমন করতেই পারে সহিংস পদ্ধতিতে। কিন্তু বিশাঙ নিজেকে সংযত করে নিয়ে ভাবল - "এতো শান্তির পথ নয়, এ হচ্ছে বিভেদ ও গৃহবিবাদের পথ। তার চেয়ে সে বরং নাগা পর্বত অঞ্চলে অস্ত্র নির্বাসনের জন্য সকলের কাছে আবেদন জানাবে, যুগ যুগ ধরে নাগারা অস্ত্রের দাম হয়ে মানুষ হতে শেখেনি। এবার তাদের মানুষ হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।... শান্তি যে অপরিহার্য” ।[১২]

বিশাঙ কোনো ভাবেই শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত হল না। গুলিবিদ্ধ বিশাঙকে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য ইম্ফলে পাঠানোর প্রয়োজন হল। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে সে স্থানান্তরিত হচ্ছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে সঙ্গী জোনাথনকে দায়িত্ব দিল সে যেন গ্রামে গ্রামে শান্তির বার্তা প্রচার অব্যাহত রাখে। এরপর খুটিংলার কাছে সে শুনল, সে সন্তানসম্ভবা। অর্থাৎ বিশাঙ-এর সন্তান আসবে পৃথিবীতে। আনন্দিত বিশাঙ সন্তানের নামকরণ করে ইয়ারুইঙ্গম। খুটিংলা এই নাম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও বিশাঙ এই নামেই অবিচল রইল - " প্রজাসাধারণের শাসন”।

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

'কেন পৃথিবীতে কি আর নাম নেই!'
'এটাই সবচেয়ে সুন্দর নাম"।[১৩]

খুটিংলা তার সৌন্দর্য পবিত্রতা নিয়ে বিশাঙকে জয় করলেও অন্তর্গত ভাবে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ ব্যবধান ছিল। বিশাঙ-এর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-মেধা-উদ্যমের যোগ্য সহযোগী হতে পারত শারেংলা। কিন্তু সেই জাপানি সৈনিক ইশেবরা সব ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। বিশাঙ বিয়ের পর বুঝল তার জীবনে দুই নারীর মধ্যে শারেংলা অধিকমাত্রায় উদার ও বিস্তৃত- " খুটিংলার মনটা একেবারে সাধারণ, তার প্রেম অসূয়ার অপর পীঠ ব্যতীত আর কিছু নয়"।[১৪]

তবে বিশাঙ -এর সর্ববৃহৎ প্রাপ্তি ছিল অবশ্যই খুটিংলার গর্ভস্থ সন্তান। পাহাড়ের পথ বেয়ে উখ্রল মেলে চড়ে ইম্ফল যেতে যেতে নিজের স্বপ্নের সঙ্গে সন্তানকে জুড়ে দেয় বিশাঙ - " হ্যাঁ এই পর্বতমালা তার ভাল লাগে। এখানকার গাছগুলো, বর্ষণের প্রতীক্ষায় উন্মুখ এখানকার মাঠ, উঁচু টিলার ছোট ছোট ঘরগুলো, আর ঘরের মানুষগুলো- এদের যে ভালবাসে, এত ভালবাসে যে তার সেই ভালবাসার স্বপ্ন যে শীঘ্র রূপায়িত করবার জন্য ব্যাকুল । সেই প্রবল ইচ্ছার প্রকাশ ইয়ারুইঙ্গম নামে কল্পিত সন্তানের স্বপ্ন-মধুরিমায়। ইয়ারুইঙ্গম একদিন সত্যই আবির্ভূত হবে"।[১৫]

হতাশা নয়, বিশাঙ বারংবার আশার স্বপ্ন দেখেছে। ইম্ফল যেতে যেতে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখল সে। বিশাঙ যাদের রেখে গেল গ্রামে শারেংলা তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল। সৈন্য বাহিনীর হাতে বন্দি ফানিটফাঙকে সে শেষবারের মতো দেখতে গিয়েছিল। সৈন্যরা এরপর তাকে ইম্ফল নিয়ে যাবে। দেখা করতে গিয়ে শারেংলা দেখল একদিকে বিশৃংখল পরিস্থিতি। খাইখো (প্রশাসনের আধিকারিক) -র অফিসের সামনে জনতা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। জোনাথন তাদের শান্ত করতে গিয়ে উল্টে বন্দি হয়ে যায়। অপরদিকে ফানিটফাঙ, শারেংলার সমস্ত সহানুভূতি উপেক্ষা করে খুটিংলাকে নিয়েই প্রশ্ন করে- "খুটিংলার কি খবর?... ও কি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে? সরলভাবে প্রশ্ন করল ফানিটফাঙ"।[১৬]

মর্মাহত শারেংলা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ হয়। তবুও ফানিটফাঙ -এর জন্য 'শান্তি' প্রার্থনা করে। চারপাশের বিশৃংখল অশান্ত পরিস্থিতি শারেংলাকে আরও অসুস্থ করে তুলল। নিজের বাড়ির কাছে এসে সংজ্ঞা হারাল শারেংলা - "... পরে, বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন তার চেতনা ফিরে এল, তখন অন্ধকার, ...ঘরের ভিতর অন্ধকার, ...মনের ভেতর অন্ধকার আস্তে আস্তে সে চোখ মেলে দেখল, দেখল এটা হাসপাতালের বেড"।[১৭]

অন্ধকারের মধ্যে শারেংলার অমাবস্যাময় জীবনে একটি চাঁদ তখনও বজায় ছিল, জীবন মাস্টারের ছেলে কনসেঙ তাকে সম্ভবত ডাক্তারণী হাসপাতালের পাশের ঘরে রেখে দিয়েছিলেন। সে চলে এল শারেংলার কাছে। এর মধ্যে আবেইও চলে এসেছিল। এদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী অশান্তির মাঝে শারেংলা যখন ঘুমোবার চেষ্টা করছে, শান্তির সন্ধান করছে, তখনই একটি গুলির শব্দে আবার সবাই সচকিত হল। শারেংলা একজনের কথা শুনতে পেল - "লক আপ থেকে বের করে আনার সময়

রাস্তার মুখে কেউ একজন ফানিটফাঙকে হত্যা করল।' মালিটার স্বর। সম্ভবত ভিডেশেলী র অনুচর হত্যা করেছে। দুঃসহ বেদনায় ও ভয়ে শারেংলা কনসেঙকে বুকের মধ্যে চেপে জড়িয়ে ধরল”।[১৮]

কনসেঙ প্রশ্ন করল 'কী হলো মাসী?”[১৯] কিন্তু দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় শারেংলা নীরব হয়ে রইল -"সব যেন শেষ হয়ে গেল। গুলিটা যেন তার বুকে এসে বিদ্ধ হয়েছে”।[২০]

আবেই কুকুর হয়েও এই যন্ত্রণায় শারেংলার সমব্যথী হল। সে ফানিটফাঙ -এর প্রতি শারেংলা ক্ষুব্দ হয়ে ছিল এতক্ষণ, তার মৃত্যুতেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা পেল সে। মানুষের মনের গতি সত্যিই জটিল। শারেংলা ভালোবাসত বিশাঙকে। বিশাঙ বিয়ে করল, ভালোবাসল খুটিংলাকে। অথচ শারেংলার জন্য শূন্যতা বোধ করত বিশাঙ। শারেংলা আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়েছিল ফানিটফাঙ -এর ঘরে। দৈহিক সম্পর্কের পর শারেংলার মনে দুর্বলতা জমা হয়েছিল ফানিটফাঙ -এর জন্য। কিন্তু ফানিটফাঙ গভীরভাবে ভালোবাসত খুটিংলাকে। শেষ সাক্ষাতেও একথা জেনেছিল শারেংলা। তবুও ফানিটফাঙ -এর এই অপমৃত্যু তাকেই আহত করল সর্বাধিক। বিশাঙতো বড়ো স্বপ্নে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেছিল- শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, শান্তি চাই। শারেংলার স্বপ্নও তার চেয়ে স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। তবুও নিজের অগোচরে ফানিটফাঙকে সব সমর্পণ করেছিল সে , নাগা তরুণের বীভৎস মৃত্যু তাকে শোকে জর্জরিত করল। অকালে নষ্ট হয়ে গেল ফানিটফাঙ -এর তরুণ দেহ-মন।

টাংখুল নাগা জাতির অন্তর্লোক ও বহির্লোকের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংকট, হতাশা, স্বপ্ন-সমস্তই একসূত্রে গ্রথিত করে 'ইয়ারুইঙ্গম' উপন্যাসে নিবেদন করেছেন। উপন্যাসটি এক বিশেষ জনজাতির অমর কথা যেমন হয়েছে, তেমনি বিশ্বের যেকোনও প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর অমর আখ্যানে পরিণত হয়েছে। বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে বাস করা আদিবাসী সমাজ অন্তর্জগত ও বহির্জগতের আলোড়নে চিরদিনই ক্ষত-বিক্ষত হয়। আবার তারা আত্মশক্তিতে জয়ী হয় এবং প্রতিবন্ধকতা দূরে সরে যায়। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য তাঁর উপন্যাসে এক বিশেষ জনজাতির মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের চিরন্তন বিপন্নতা ও উত্তরণের স্তরকে গুলিকে যেভাবে অসামান্য দক্ষতায় শিল্পরূপ দান করেছেন, তা মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন যোগ্য।

তথ্যসূত্র:

১. ‘ইয়ারুইঙ্গম’ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বাংলা অনুবাদ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, শাখা কার্যালয় কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮, মুখবন্ধ।
২. তদেব
৩. তদেব, পৃ-১২
৪. তদেব, পৃ-১৭
৫. তদেব, পৃ-৭৯
৬. তদেব, পৃ-৩৯
৭. তদেব, পৃ-৩৯

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা (সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle (Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI07; pp. 99-107

৮. তদেব, পৃ-১৬৭
৯. তদেব, পৃ-২০০
১০. তদেব, -পৃ-২৫৮
১১. তদেব, পৃ-২৫৮-৫৯
১২. তদেব, পৃ-৩০১
১৩. তদেব, পৃ-৩০৬
১৪. তদেব, পৃ-৩০৫
১৫. তদেব, পৃ-৩০৭
১৬. তদেব, পৃ-৩১০
১৭. তদেব, পৃ-৩১২
১৮. তদেব, পৃ-৩১৩
১৯ . তদেব
২০. তদেব